ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 475- 487
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.035

বাংলা ভাষার আলোকে কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: এক ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন

মৌসুমী মাহাত, *স্বাধীন গবেষিকা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the mediums of human communication is language. Indo- European is the world's largest language family. According to the evolution of time, many rich languages of the world have been born from this language family. My discussion is a linguistic study of the morphological features of the Kurmali language as a distinctive and rich language of the Chotanagpur region. In this discussion, I have tried to review the main points of morphological features - noun, pronoun, adjective, verb, tense, case ending, compound, gender, person, prefix, suffix etc. Naturally, there has been a revival of comparative thought with respectable Bengali language. In many cases, the use of Kurmali words and their translation into Bengali clarify the subject. This, on the one hand, paves the way for comparative language review in the field of linguistics. On the other hand, to a large extent Kurmali facilitates the course of linguistic discussion.

Keywords: Indo- European, Linguistic Study, Morphology, Kurmali Language, Bengali Language, Comparative Language.

মানুষ সংঘবদ্ধ সামাজিক জীব। জীবজগতের একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। এই কথা বলা বা মানুষের ভাববিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা।যা মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ, অভ্যাসের সমষ্টি। তাই পৃথিবীর সব মানুষই নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সৃষ্টি করে।ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার সমগ্র জীবনের উত্থান - পতনের স্মৃতিলাখ্য পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য দেবেন্দ্রনাথ শর্মা অনুভূতি বা চিন্তার প্রকাশক হিসেবে ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন- ‘যে ভাষা হল কথ্য শব্দ সংকেতের সাহায্যে অনুভূতি বা চিন্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ।’ (Introduction to Linguistics) ভাষার ব্যবহারিক সংজ্ঞায় বলা যায়, ভাষা মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা যা অর্থবাহী বাকসংকেতে রূপায়িত হয়ে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সহজভাবে ভাষা বলতে বুঝিয়েছেন, ‘মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্ যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন- সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র- ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ- সমষ্টিকে ভাষা বলে।’[1] ভাষা সহজাত বলেই যেকোনো

শিশুই নিজের সম্প্রদায় থেকে সহজেই নিজের মাতৃভাষা শিখে নেয়। যা স্কুল- কলেজ, অফিস, আদালতে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে মেলে না। অর্থাৎ, সরকারি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা হল সংবিধান স্বীকৃত যাকে আর্দশ ভাষা (Standard language) বলে। আবার, কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোটদলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষাকে উপভাষা বলে। এই উপভাষার মধ্যে আবার গড়ে ওঠা আঞ্চলিক পার্থক্যকে বিভাষা বলে। এছাড়াও, একই পরিবারের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহৃত ভাষার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে ব্যবহৃত এই ভাষাকে নি- ভাষা বলে। আর্দশ ভাষা (Standard language) হিসেবে মান্য চলিত বাংলা ভাষারও ব্যবহারের ক্ষেত্রবিশেষে নানা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অঞ্চল বিশেষের প্রচলনের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষার (রাঢ়ী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী, কামরূপী) স্বাতন্ত্র্যতা পরিলক্ষিত। অনেকের অনুমিত যে, ঝাড়খণ্ডী উপভাষার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্যযুক্ত একটি বিশেষ ভাষা হলো কুড়মালি ভাষা।কুর্মি জনজাতির নামকরণের উপর নির্ভর করে এই ভাষার নাম হয়েছে কুড়মালি ভাষা। কুড়মালি ভাষা এক জাতিসূচক ভাষা। সাঁওতালি, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার মতোই কুড়মালিও একটি সমৃদ্ধতম ভাষা। প্রকৃতপক্ষে, কুড়মালি ছোটনাগপুর অঞ্চলের এক স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ ভাষা।কুড়মালি শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে ‘কুড়ম’ শব্দের সঙ্গে ‘আলি’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে। ‘কুড়মি’ শব্দটি ‘কুড়ুম’ শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘কচ্ছপ’। কচ্ছপকে কুড়মি বংশের প্রধান ‘টোটেম’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুকুর, বাঁধ, নদী, জলাশয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোথাও কচ্ছপ পাওয়া গেলে তার পূজো করা হয়। অনেকে এই জাতিকে আবার নাগা বর্ণের একটি গোষ্ঠী বলে দাবী করেন। মূলতঃ একাশি টোটেম যুক্ত এই কুড়মি উপজাতির ভাষায় কুড়মালি ভাষা বলে পরিচিত। এই ভাষার অপর নাম মাহাত ভাষা। এই ভাষার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত– পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বীরভূম জেলার বেশিরভাগ অংশে কুড়মালি ভাষায় কথা বলা হয়। এই ভাষাটি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ কেওনঝড়, সুন্দরগড়, এবং বাগরা জেলাতেও প্রচলিত রয়েছে। একইভাবে, ছত্তিশগড়ের রায়গড় এবং সুরগুজা জেলার বেশিরভাগ অংশে কুড়মালি ভাষাও ব্যবহৃত হয়। এর সাথে সম্পর্কিত একটি প্রবাদ আছে, ‘শিখ- শিখর, নাগপুর, অর্ধ- অর্ধেক খড়গপুর’ অর্থাৎ, এটি উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর ভৌগলিক প্রকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি ইতিহাসকেও প্রকাশ করে, শুধু তাই নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও ছোটনাগপুরের বৈশিষ্ট্যও প্রতিফলিত হয়। নন্দকিশোর সিং- এর মতে, - ঝাড়খণ্ডে কুড়মালি ভাষার প্রসার হল ধানবাদ, রাঁচি, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং হাজারীবাগ। ড. গ্রিয়ারসন কুড়মালিকে পূর্ব মাগধী একটি রূপ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এটি পঞ্চপারগানিয়া, তামাদিয়া, সাদ্রি, কোল এবং খন্তাই ইত্যাদির নামের জন্য দায়ী করা হয়েছে। কুড়মালির শব্দভান্ডার মাগধী ভাষার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রিয়ারসন হয়তো কুড়মালির ভাষা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করতে পারেননি। এ কারণেই তিনি কুড়মালি ভাষাকে মাগধীর অপভ্রংশ বলে মনে করেন। কিন্তু কুড়মালি মাগধী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ কুড়মালি এবং মাগধীর বাক্য গঠন ভিন্ন। এসব দেখে ড. জর্জ গ্রিয়ারসন কুড়মি এবং কুড়মালি ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, -

‘কুড়মালি হল অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত মানুষের ভাষা।’[২] মান্যচলিত বাংলা ভাষার মতোই কুড়মালি ভাষাতেও আঁগা (বিশেষ্য), অউজি (সর্বনাম), গুনিন (বিশেষণ), মূলরূপের সাহায্যে সাড়া গড়নেক ধঁচর (শব্দগঠনের প্রক্রিয়া), সরান (ক্রিয়াপদ), সরান বেরা (ক্রিয়ার কাল), পরিক(কারক), একুন (সমাস),

লেখা (বচন), লিঁগ (লিঙ্গ), ঝন (পুরুষ), তামান (অব্যয়), পাইন (প্রত্যয়), পেঁওদা বা মুহাইন (উপসর্গ) প্রভৃতি মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

১.আংগা (বিশেষ্য)[৩]: সাধারণভাবে যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয়, তাদের বিশেষ্য বলে। কুড়মালি ভাষায় বিশেষ্যকে আংগা বলে। কুড়মালিতে আংগা পাঁচ প্রকার–

১.১ ঝেনগী বাচী (ব্যক্তিবাচক): পাহাড়, জেঠু, পাঁচু প্রভৃতি।

১.২ গঠ বাচী (জাতিবাচক): গরু, গাছ, ডাংগর, নঅদী।

১.৩ ডিংগবাচী (সমষ্টিবাচক): আইসর, ডিংগ, মেলা, ঘউদ, গাদা, হাট।

১.৪ দেরিববাচী (পদার্থবাচক):- দুধ, চাউর, রুপা, তেল, ধান।

১.৫ ধেইর বাচী (ভাববাচক): ঠাংড়া, লুইর, ফেদান, চজ, খমা।

২.অউজি (সর্বনাম): যে সকল শব্দ নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়, তাকে সর্বনাম বলে। সর্বনামকে কুড়মালি ভাষায় অউজি বলে। অউজি প্রধানত ছয়ভাগে বিভক্ত। যথা-

২.১ ঝনবাচী অউজি (ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)- হামি(আমি), হামরা(আমরা), তহরা(তোরা), অখরা(ওরা)।

২.২ আপনবাচী অউজি (আত্মবাচক সর্বনাম)- আপন, খুদ, নিজ।

২.৩ ঠউকাবাচী অউজি (প্রদর্শনবাচক সর্বনাম)- ইঁ, উঁ।

২.৪ আনসাঠী বাচী অউজি (অনির্দিষ্টবাচক সর্বনাম)- কেঁউ, কনৎ(কোনো), কিঁছু।

২.৫ নাতাবাচী অউজি (সম্বন্ধবাচক সর্বনাম)- জেংহ, তেংহ, জাহরা, তাহরা।

২.৬ খংচবাচী অউজি (প্রশ্নবাচক সর্বনাম)- কিনা, কন, কুথা, কেইসে।

৩. গুনিন (বিশেষণ)[৪]: যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে; তাকে বিশেষণ পদ বলে। কুড়মালি ভাষায় বিশেষণ কে গুনিন বলে। গুনিন কে মূলত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

৩.১ আংগাক গুনিন (গুণবাচক বিশেষণ)- লেলহা, ডিগর, সিয়ান, লেদা, ঝাঁপড়া, ঝাইল, লেখা।

৩.২ গনতীবাচী গুনিন (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)- একই, আঠেক, কতেক, কিঁছু, বীস।

৩.৩ জখানবাচী গুনিন (পরিমাণবাচক বিশেষণ)- বেজাইং, দমেং, ঢেইর , রিচিক।

৩.৪ অউজিআংগা বাচী গুনিন (সার্বনামিক বিশেষণ)- আেংয়, ইঁ, জেংই , কন, অহে।

৪. কুড়মালি সাড়া গড়নেক ধঁচর (শব্দগঠনের প্রক্রিয়া)**:** কুড়মালি ভাষাতে রূপমূলের সাড়া গড়নেক ধঁচর প্রধানত দু'ভাবে সম্পন্ন হয়—

৪.১ একটি মাত্র রূপমূলের সাহায্যে: কঁকা (বোবা), ধব (সাদা) প্রভৃতি।

৪.২ একাধিক রূপমূলের সাহায্যে: একাধিক রূপমূলের সাহায্যে মূলত: চারটিভাবে শব্দগঠন করা যায়-

৪.২.১ মুক্ত রূপমূল + বদ্ধ রূপমূল:

দকানী=দকান + ঈ (মুক্ত রূপমূল+ বদ্ধ রূপমূল)
হাতা=হাত+ আ (মুক্ত রূপমূল +বদ্ধ রূপমূল) প্রভৃতি।

৪.২.২ বদ্ধ রূপমূল + মুক্ত রূপমূল:

অ + চেঠা= অচেঠা (অচেৎ, চেতনাহীন)
অ+ ছুইৎ=অছুইৎ (অচ্ছুৎ, অস্পর্শ্য)
ব্যা(বে) +সামাল =ব্যাসামাল প্রভৃতি।

৪.২.৩ বদ্ধ রূপমূল + বদ্ধ রূপমূল:

হামা + কে =হামাকে (আমাকে)

৪.২.৪ মুক্ত রূপমূল + মুক্ত রূপমূল:

চৈত+ বৈশাখ=চৈতবৈশাখ (চৈত্রবৈশাখ)
ঠাড় +ভাষা=ঠাড়ভাষা (খরভাষা)

৫. সরান (ক্রিয়াপদ)[৫]: বাক্যের অন্তর্গত যে পদের দ্বারা বিশেষ্যের যাওয়া, আসা, করা, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি কোন কাজ করা বুঝায় সেই পদকে ক্রিয়াপদ বলে। কুড়মালি ভাষায় ক্রিয়াপদকে সরান বলে।

• গঠনগত (সিরজন বা গড়নেক) দিকথেকে কুড়মালিতে সরান দুই প্রকার —

১. গড়া সরান (মূল ক্রিয়া)- খা, জা, লেগ, ইড়কা, অনা, পড়হা, দেইখ্যা ।

২. জড়াল/মেসাল সরান (যৌগিক ক্রিয়া)- খাব, খেলব, জাব, জাম, জাইহ, জাহাত ।

জড়াল/মেসাল সরান(যৌগিক ক্রিয়া) আবার তিন প্রকার-

(ক) হুড়ন সরান (প্রেরণার্থক ক্রিয়া): সঁপড়া> সঁপড়ও/ সঁপড়াউ, লেগ> লেগাআউ/লেজাবাউ/লেগআউ
(খ) আংগা/সিরজান সরান (নাম ধাতু): ডহর> ডহরাও/ ডহরাউ/ ডহরাওল, চটকা> চটকাও/ চটকাউ/ চটকাওল
(গ) বে- সরা সরান (অনুকরণ ধাতু): ঠকঠক> ঠকঠকাও /ঠকঠকাউ, হিরহিরী>হিরহিরাও/হিরহিরাউ

• কর্ম অনুযায়ী কুড়মালিতে সরান আবার দুই প্রকার:

(১) করমিক সরান (সকর্মক ক্রিয়া): উ ঢেইড় ভাত খাহইছে।

(২) বেকরমিক সরান (অকর্মক ক্রিয়া): রিতু গিজড়েছে।

৬. বেরা (ক্রিয়ার কাল)[৬]: যে সময়ে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, তাকেই ক্রিয়ার কাল বলে। শুধুমাত্র সমাপিকা ক্রিয়ারই কাল নির্ণয় করা হয়। কুড়মালি ভাষায় ক্রিয়ার কালকে বেরা বলা হয়। বাংলা ভাষার মতো কুড়মালি ভাষাতেও ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার; কিন্তু তাদের প্রত্যেক প্রকারের শ্রেণিবিভাগে স্বাতন্ত্র্যতা রয়েছে–

৬.১ চলতী বেরা (বর্তমান কাল): কুড়মালি ভাষায় চলতী বেরা ছয় ভাগে বিভক্ত–

ক্রিয়ার কাল	উপবিভাগ	উদাহরণ
চলতী বেরা (বর্তমান কাল)	টুকু চলতী বেরা (সামান্য বর্তমান কাল)	মগলু সংড়গেইস
	ঠাওনি চলতী বেরা(তৎকালিক বর্তমান কাল)	তঁয় কুথা জাইসলা
	পূরন চলতী বেরা (পূর্ণ বর্তমান কাল)	রাম আওলঁ
	পূরন- অপূরন চলতী বেরা (পূর্ণ তৎকালিক বর্তমান কাল)	বুধা বিহান লে খেলতে রহেঁ
	দগধা চলতী বেরা (সন্দিগ্ধ বর্তমান কাল)	চুনা ধান কাটেইত হেত
	আড়হান চলতী বেরা (বর্তমান অনুজ্ঞা)	তরা জা

৬.২ বিতী বেরা (অতীত কাল): কুড়মালি ভাষাতে বিতী বেরাকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়-

ক্রিয়ার কাল	উপবিভাগ	উদাহরণ
বিতী বেরা (সাধারণ অতীত কাল)	টুকু বিতী বেরা (সামান্য অতীতকাল)	রামু গেলাক
	ঠাওনি বিতী বেরা (আসন্ন অতীত কাল)	হামিএঁ পথি পড়ল আহোঁ
	পূরন বিতী বেরা (পূর্ণ অতীতকাল)	হামিএঁ পথি পড়ল রহো
	বে- পূরন বিতী বেরা(অপূর্ণ অতীতকাল)	ঘনা জাই হেলাক
	পূরন- অপূরন বিতী বেরা(পূর্ণ তৎকালিক অতীত কাল)	তঁই জনহাইর খাতে রহে হেলীস
	দগধা বিতী বেরা (সন্দিগ্ধ অতীতকাল)	পাচু গেল হেত
	হেইবগেইবগত বিতী বেরা (শর্তসাপেক্ষ অতীতকাল)	বেইরসা হেইতেলেইক তঅ ধান নেজগেতেলেইক

৬.৩ আওতী বেরা (ভবিষ্যৎ কাল): কুড়মালি ভাষাতে আবতী বেরাকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়–

ক্রিয়ার কাল	উপবিভাগ	উদাহরণ
আওতী বেরা (ভবিষ্যৎ কাল)	টুকু আওতী বেরা (সামান্য ভবিষ্যৎ কাল)	হামরা পড়ব
	অপূরন আওতী বেরা(তৎকালিক ভবিষৎ কাল)	হামরা পড়তে রহব
	পূরন আওতী বেরা (পূর্ণ ভবিষ্যৎ কাল)	তরা টাকা জগাড় করল হেবেহে
	পূরন- অপূরন আওতী বেরা (পূর্ণ তৎকালিক ভবিষ্যৎ কাল)	তহরা টাকা জগাড় করতে রহবেহে
	আড়হান আওতী বেরা (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)	তহরা কাইল জাবেহে
	দগধা আওতী বেরা (সন্দিগ্ধ ভবিষ্যৎ কাল)	ঘনু বাজার জাই পারেহেঁ

৭. পরিক (কারক)[৭]**:** বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সঙ্গে ক্রিয়ার যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কুড়মালি ভাষায় কারককে 'পরিক' বলে । কুড়মালিতে আট প্রকার পরিক(কারক) পাওয়া যায়–

পরিক (কারক)	**চিনহা (বিভক্তি)**	**জেসন (উদাহরণ)**
করমি পরিক (কর্তৃকারক)	এ, ইং, এঁ, 0	রাম খাইস (রাম খাই)
করনিপরিক (কর্মকারক)	কে, 0	অকে কহিহি (ওকে বলো)
দারাইজ পরিক (করণ কারক)	লে, দারা	তর দারা কনহ নি হেতেহক (তোর দারা কিছু হবে না)
দানিন পরিক (সম্প্রদান কারক)	লাই, লাগিন, খাতির, তেহেং, লেল	হামার খাতির কনঅ কিছু আনি দে (আমার জন্য কিছু এনে দে)
বেলগ পরিক (অপাদান কারক)	লে, সে	গাছ লে আম পড়ল্যা (গাছ থেকে আম পড়লো)
নাতা পরিক (সম্বন্ধ কারক)	ক, কর, এক	রামেক ঘর (রামের বাড়ি)
ঠেঘান পরিক (অধিকরণ কারক)	এঁ, উপর, মাহান	মুসা বিল মাহান রহঅত (ইঁদুর জমিতে বাস করে)
বধান পরিক (সম্বোধন কারক)	হেং, এগো, এরে, হেং, রে, এহো, অরে	এ বাবু কুথা জাহবেঁ (বাবু, কোথায় যাবেন)

৮. একুন (সমাস)[৮]**:** সমাস শব্দের অর্থ হল সংক্ষেপ। দুই বা তার বেশী অর্থযুক্ত পদের একটি পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। কুড়মালি ভাষাতে সমাস কে 'একুন' বলে। কুড়মালিতে একুন (সমাস) ছয় প্রকার -

৮.১ তামানি একুন (অব্যয়ীভাব সমাস):

জেসন(উদাহরণ)-

(ক) ভইরপেট= ভইর পেট
(খ) বেয়াকুল=বে আকুল
(গ) হরদম=দমে দমে

৮.২ দাসা একুন (তৎপুরুষ সমাস):

(ক) ধানকুটা= ধানকে কুটা
(খ) লুগাকাচা= লুগাকে কাচা

(গ) ঢেঁকিছাঁটা= ঢেঁকি দারা ছাঁটা

৮.৩ করনি ধারেই একুন (কর্মধারয় সমাস):

(ক) বিটিছানা= বিটি যে ছানা

(খ) জাগাগাঁছ= জেগে পাহারা দেওয়া হয় যে গাছকে

(গ) গেরুমাটী= গেরু যে মাটী

৮.৪ লেখা একুন(দ্বিগু একুন):

(ক) সাতঘোরিয়া= সাত ঘরের সমাহার

(খ) বারমাসিয়া=বার মাসের সমাহার

(গ) পাঁচমুড়া= পাঁচ মুড়ার সমাহার

৮.৫ রংদ একুন (দ্বন্দ্ব সমাস):

(ক) মাঁঞ- বাপ= মাঁঞ আরহ বাপ

(খ) ভাত ডাইল= ভাত আরহ ডাইল

(গ) রাঁধা- বাঁটা= রাঁধা আরহ বাঁটা

৮.৬ খামিদ একুন (বহুব্রীহি সমাস):

(ক) বাঁদরমুহা= বাঁদর লেখেন মুহ যাঁহার

(খ) চিরুনদাঁতী= চিরুন লেখেন দাঁত যাঁহার

(গ) বিলাইচখী= বিলাই লেখেন চইখ যাঁহার

৯. লেখা(বচন): যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা বোঝায়, তাকে বচন বলে। কুড়মালি ভাষায় বচন কে 'লেখা' বলে । কুড়মালিতে লেখা (বচন)কে দুভাগে ভাগ করা যায়—

৯.১ এক লেখা (একবচন): লকটা, ছানাটা, তঁঞ প্রভৃতি।

৯.২ সাঁগি লেখা(বহুবচন): কুকুরগিলা, গরুগিলা, অরা, হামরা প্রভৃতি।

১০. লিংগ(লিঙ্গ): যে সকল শব্দ দ্বারা পুরুষ, স্ত্রী ও অচেতন বস্তুকে চিহ্নিত করা যায়, তাকে লিংগ (লিঙ্গ) বলে। কুড়মালি ভাষাতে লিংগ চার প্রকার–

১০.১ নর লিংগ (পুংলিঙ্গ): মরদ (যুবক), কাড়া (মহিষ), দামড়া (বলদ) প্রভৃতি।

১০.২ মাদা লিংগ (স্ত্রীলিঙ্গ): গাই(গাভী), ঢাইড়(প্রসূতি), বাঘিন (বাঘিনী), বিটি (মেয়ে) প্রভৃতি।

১০.৩ দুজি লিংগ (উভয়লিঙ্গ): ছানা (বাচ্চা), পাইখ (পাখি), খুকড়া প্রভৃতি।

১০.৪ লেহরা লিংগ (ক্লীবলিঙ্গ): ভুঁই(ভূমি), পখইর (পুকুর), বাড়হন (ঝাঁটা) প্রভৃতি।

১১.ঝন (পুরুষ): যে বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদ দ্বারা কোন বক্তা, শ্রোতা অথবা অন্য কোন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায়, তাকে পুরুষ বলে। কুড়মালি ভাষায় পুরুষ কে 'ঝন' বলে। কুড়মালিতে 'ঝন' তিন প্রকার; নিম্নে লেখা (বচন) অনুযায়ী ঝনের উদাহরণ দেওয়া হোল:

ঝন (পুরুষ)	এক লেখা (একবচন)	সাঁগি লেখা (বহুবচন)
মিরঝন (উত্তমপুরুষ)	হামি/হামিএঁ, হাঁমকে, হামকই	হামরা, হামরাকে, হামরাকঁউ
পিঠিআঝন (মধ্যমপুরুষ)	তঁই, তহঁএ, তঁকে, তকহুঁ	তরা, তহরা, তরাকে/তহরাকে,
আনঝন (প্রথমপুরুষ)	অঁই, উ, অকে, অকর,	অরা, অহরা, অরাকে, অরাকর,

১২. তামান (অব্যয়)[৯]: বাক্যে বা শব্দের সাথে ব্যবহৃত যে সকল ধ্বনি- বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ ও কারকভেদে কোন পরিবর্তন হয় না, সে সকল পদকে অব্যয় বলে। কুড়মালি ভাষায় অব্যয়কে ‘তামান’ বলে। কুড়মালিতে অব্যয় চারপ্রকার-

১২.১ গুনিন সরান (ক্রিয়া বিশেষণ): চাঁড়ে(তাড়াতাড়ি), আচকাই(হঠাৎ), টুকু(কম), বেজাইং(প্রচুর), জেসন(যেমন), তেসন(তেমন)প্রভৃতি।

১২.২.নাতা বাচিক (পদান্বয়ী অব্যয়): ভিনু(ছাড়া), কে, , বাটে, দারা, তড়িক(পর্যন্ত) প্রভৃতি।

১২.৩জড়ন বাচিক (সংযোজক অব্যয়): আর, এবং, জে, বা, ন, কিংবা, চাহে, কাহেকি, লাই, জদি, মানে প্রভৃতি।

১২.৪ বধান বাচিক (ভাবসূচক/বিস্ময়কর অব্যয়): বাহহ্, সাবাসঁ, ব্যাস, হায়- হায়, বাপ গো, হায় রে, হেঁ, কিনা, আছা, হঁ, ঠীক, ছি- ছি, ধ্যাট, এহী, অরে প্রভৃতি।

১৩. পাইন (প্রত্যয়)[১০]: মূল শব্দের শেষে যা যুক্ত হয়ে , নিজের প্রকৃতি অনুসারে শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে নতুন শব্দ গড়ে ওঠে;তাকে পাইন (প্রত্যয়) বলে।কুড়মালি ভাষায় প্রত্যয় কে পাইন বলে। জেসন (উদাহরণ)-

আউ- মেটাউ, সিটকাউ, সিজাউ,
আত- ভিনাত
আইন- দুখাইন
আক- ডাকলাক, খালাক, ভেচকলাক
আল- লুকাল, বুঢ়াল, ডাংডাল, রিঠাল, সেংখিয়াল, লরুআল
আক- জাতাক, ভরসাক, বুতাক
আলা- পেতিয়ালা, গঠালা
আহী- মরলাহি, ছছড়াহী, গাগালাহি
অহত- ডাকঞহত, মারঞহত, মরঞত
আউলেইক- মাথাবলেইক, কাংদাবলেইক, ঠনকাবলেইক
আন- সাঞথান, সেঞকান, ফেদান
আরি- সেঞঝিয়ারী
আহে- মরেসাহে, জাইসাহে, কাঞদেসাহে
ইয়া- উপরিয়া, গনগনিয়া, উপাসিয়া

ইঞ- পেছুইঞ, আগুইঞ
এক- রামেক, ঘারেক, গাঞবেক
ঈ- হাগলী, লাগলী, সুতলী, মারলী, গেলী, খাটালী, ফাটালী
কহন- ধরিকহন, নাঞভিকহন, খাইকহন
কুহুন- ঠেসাইকুহুন, ফাঞড়ীকুহুন, হাঞকাইকুহুন
গিলা- পাখনগিলা, ছবাগিলা, গরুগিলা , ঘুঁসুরগিলা, পাইকগিলা
টা- খয়রহিটা, গাছটা, গরুটা, ছবাটা
টী- খুখড়ীটী, ছবাটি, হাইলাটি
টাক- ছবাটাক, ঘারটাক, গরুটাক
টাকে- গরুটাকে, মানুসটাকে, বাঘটাকে, হাইলাটাকে
টীকে- ছবাটিকে, খুখড়ীটিকে, গায়টিকে
টাঞই- ঘারটাইঞ, কুআঞটাই, ঘারটাঞ
গানী- হেলেগানী, তবেগানী, আইজগানী
টাউ- সেটাউ, উটাউ, ইটাউ
টেক- খুড়ীটেক, কুড়ীটেক
টাকর- কাথাটাকর, গাছটাকর, ঘারটাকর
ঠীন- মামাঠীন, কঞনঠীন, অকরঠীন, তরঠীন
ডুল- তরডুল, বিডুলডুল, অকরডুল
ত- জাত, খাত, খেলত, খাত, হেঞটন, পারত, ডেগত
তড়িক- এখনতড়িক, ঘারতড়িক, জখনতড়িক
তাক- কাঞদতাক, মারতাক, ঘরতাক
তর- গাছতর, কুঅলিহতক, ছাঁছাতক
তেলা- খেলেতেলা, জাইতেলা, ইডকতেলা, পারেতেলা,
হেড়াতলা
তেলি- খাইতেলি, রাঞধেতেলি, জাইতেলি, খাইটেতেলই
তেন- জাইতেন, ধরতেন, করতেন, দেতেন, খাইতেন
থিক- লেখিক, কথিক, গেলথিক, খালথিক
থিন- লেবথিন, দেবথিন, করবেথিন
থুন- খাবথুন, দেবথুন, লেবথুন
ঘাইর- একঘাইর, ঘারঘাইর, চাইরেঘাইর
পুরতি- আজুকপুরতি, রাইতপুরতি, ঘারপুরতি
নি- মাথানি, ছাবানি, মলকনি
নিয়ার- অকরনিয়ার, বেটানিয়ার, তরনিয়ার
ব- জতব, খেদব, বসব, খাবব
বহন- পিটবহন, মারবহন, কহবহন

বেহে- আউবেহে, জাবেহে, পাববেহে
বাটে- খেঞতবাটে, বাড়ীবাটে, গাঁববাটে, মাঠবাঁটে
ম- ঘুরম, খাম, রহম, পারম, জাম, খাম
মুঞড়ি- হেঞঠমুড়ি, কুআঞমুড়ি, গাঞবমুড়ি
মানি- সুনামানি, ভাইগমানি, চাঞমুনি
মুঞড়া- কুহলিমুঞড়া, গাঞমুঞড়া
মাহান- ছাইনমাহান, অহেমাহান, সেইমাহান
ল- গুচল, ঘুচল, থকল, বসল, মরল
বেসিক- লেজবেসিক, টানবেসিক, মারবেসিক
লাক- মারলাক, হেঞটলাক, ইড়কলাক
লাই- খাইলাই, মরেলাই, আনেলাই
লাহা- আদিখলাহা, কুটলাহা, মটলাহা
লেখে- কনতলেখে, অকরলেখে, তরলেখে
লেহে- ভাঞগলেহে, হেঞটলেহে, মারলেহে, করলেহে,
খালেহে, জাইলেহে
লে- গাদাসলে, পীঢ়াজাপালে, খাপলে, খাঅলে
লেন- মারলেন, কহইলেন, দুদহেলেন, খাহইলেন
সিক- খাবসিক, লেবসিক, দেবসিক, মানঅসিক
সার- কুআঞসার, হেঞড়সার, মাঞরসার
হান- আনলাহান, বাঞচালহান, ছাড়ীহান, খড়িহান
হেলী- খেলেহেলী, মারহেলী, জাইহেলী, কাঞদেহেলী, নাচঞহেলী
হার- মরতাহার, ভাতাহার, খরতাহার, করতাহার
হেলাক- জাইহেলাক, চরেহেলাক খাইহেলাক, ঘুমাহইলইক
হারী- বন্তাহারী, তুলিনহারী, মায়হারী, বাপহারী
হাত- নিদাহাত, দেখাহাত, জাহাত, খাহাত

১৪. পেংউদা/মুহাইন (উপসর্গ)[১১]**:** মূল শব্দের শুরুতে যা যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবহ শব্দ সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে। কুড়মালি ভাষায় উপসর্গকে পেংউদা বা মুহাইন বলে। কুড়মালি ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলি হল -

অ- অচেঠা, অচিনহা, অদেইখা, অপহড়া, অদিশা, অভাগীঅবুঝহা, অপাঞইত, অগনতী, অখহড়
আ- আছাড়, আকাঠা, আথাউ, আবস, আকাট, আজাড়, আউলা, আছিলা
আন- আনদিন, আনমনি, আনখাই, আনচান, আনঝন,
আদি- আদিখলাহা, আদিখিতা
আপ- আপজাঁচী, আপখাউকী, আপখোরাকী, আপগাড়ি
আড়- আড়বেড়া, আড়হান, আড়ছেঁড়া
আসাঞ- আসাঞভাড়, আসাঞদেখা

অন- অনধন, অনলাইন, অনদেখা, অনচিনহা, অনপেটা
আধ- আধপুরবা, আধপেটা, আধপাকা, আধমাখা
উ- উরিন, উলবুধিয়া, উতলা, উগলা, উমাখা
কে- কেজান, কেঠান, কেতার, কেসার
কাঠ- কাঠপিঁপড়, কাঠবাপ, কাঠপেটা, কাঠমাফ
দর- দরপাকা, দরফাড়া, দরবুঢ়া, দরপাকা, দরকুচা,
দরসীঝা, দরপড়া, দরকাঁইচা, দরখাবা, দরপুরবা, দরছুলা, দরমুহা, দরপুহঢ়া
না- নাপাতা, নাখাড়া, নাছাড়া, নাফাড়া, নাডরা
নি- নিচুত, নিরদংদী, নিফিকির, নিসহা, নিছাড়, নিখউকা, নিঘাত,
নিকামিয়া, নিঝুম, নিচাল, নিখাইদ, নিআলিস, নিজালা
নীম- নীমজুবান, নীমরাজিঞ
পর- পরদুয়ারী, পরভাতারী, পরখাউকী, পরসাঁওতি
বদ- বদনাম, বদজাইত, বদচলন, বদভাব, বদচাউনি
বি- বিজড়, বিকল, বিটিছানা
বে- বেলস, বেপাতা, বেহয়া, বেভরম, বেচারা, বেগনতী,
বেঘাইত, বেয়ারাম, বেয়াকুল, বেমানী, বেজাইড়, বেসরম, বেলুরিয়া, বেহাল, বেদার,
বেঢপ, বেকায়দা, বেজড়, বেছংদ, বেবহন, বেজুইত
স- সথল, সমামন, সতমাঞ, সঠিন, সবল, সপেটা, সঠান, সকান, সথান।

কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি স্বাতন্ত্র্যতার সঙ্গে ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হলো। পুরো প্রবন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বতন্ত্রভাবে কুড়মালি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। সেই শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি সকলের বোধগম্যতার জন্য মান্য চলিত বাংলা শব্দের উল্লেখ বিষয়গুলি কে আরো বেশি সুস্পষ্ট করে। নব নব অনুভবকে আরো বেশি প্রাঞ্জল ও জীবন্ত করে উপস্থাপনে এই ভাষার অগ্রগণ্যতা অপরিসীম।

শেষকথা: ভাষার প্রবহমানতার গতিপ্রকৃতি এতো অল্প পরিষরে তুলে ধরা অসম্ভব। ছোটোগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতৃপ্ততার কথাই প্রবন্ধের শেষে বার বার মনে পড়ে ‘‘অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হইয়াও হইল না শেষ।’’[১২] সীমিত পরিষরের কারণে অনেকক্ষেত্রেই ব্যাখা করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যৎ- এ কোনো বৃহৎ পরিষরে আরো সুবিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে । তবে, এই প্রবন্ধে অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের অনেক গুলি আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছে। জার্মানির কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবৈজ্ঞানিকদ্বয় Dr. Netra P. Paudyal এবং Dr. John Peterson কুড়মালি ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, - “There are also a number of grammatical markers and categories in kurmali which are not found in other Sadani languages. For example, the plural marker for nouns is =gila/=gili for male and female, respectively, which is not unusual for Indo Aryan languages of this region. However, unlike in other Sadani languages there is also a separate enclitic marker for the associative plural, =nikha, of unknown origin. Kurmali(like Panchparganiya, see Section3.4) also marks the locative case with the enclitic=mahan, which does not appear to be of Indo- Aryan origin. It thus appears that the Kurmi people once spoke a distinct

language, neither Munda nor Dravidian but also not Indo- Aryan, and at some point switched to the regional Indo- Aryan lingua franca of that time, leaving a distinct substrate in their new language" [১৩]

কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যতা পর্যালোচনায় কুড়মালি ও বাংলা ভাষার তুলনাত্মক ভাবনা অন্বেষণের নবধারাকে সূচিত করে। অন্যদিকে ভোজপুরি, সাঁওতাল, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়নের গতিপথকে ত্বরান্বিত করে। কুড়মালি ভাষার সুবিশাল শব্দভাণ্ডার সুদূর ভবিষ্যৎ- এ সাহিত্যের নানান ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

তথ্যসূত্র:

---

১. চট্টোপাধ্যায়, ড.সুনীতিকুমার, 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত, ১৯৪২, পৃ.২।

২. সিংহ, ড.এইচ.এন, 'কুরমালী ব্যাকরণ', ঝাড়খণ্ড ঝরোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৫১।

৩. মহতো, শশি ভূষণ, 'কুড়মালি ভাঙঅর', সুদর্শন প্রেস, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.২৩।

৪. সিংহ, ড.নন্দ কিশোর, 'কুরমালী কা ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন', রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.২৭৭-৩০৪।

৫. মহতো, শশি ভূষণ, 'কুড়মালি ভাঙঅর', সুদর্শন প্রেস, রাঁচী , প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.৩৫।

৬.সিংহ, ড.এইচ.এন, 'কুরমালী ব্যাকরণ', ঝারখণ্ড ঝরোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৪৫-৪৯।

৭.সিংহ, ড.এইচ.এন, 'কুরমালী ব্যাকরণ', ঝারখণ্ড ঝরোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৩৭-৩৯।

৮.মহতো, শশি ভূষণ, 'কুড়মালি ভাঙঅর', সুদর্শন প্রেস, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.৪৯।

৯.সিংহ, ড.নন্দ কিশোর, 'কুরমালী কা ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন', প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.৪০১-৪০৯।

১০.সিংহ, ড.এইচ.এন, 'কুরমালী ব্যাকরণ', ঝারখণ্ড ঝরোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৫৬-৬০।

১১.সিংহ, ড.নন্দ কিশোর, 'কুরমালী কা ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন', প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.২২১-২২৯।

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বর্ষাযাপন' (সোনার তরী), রচনাকাল-১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

১৩ . Paudyal, Dr. Netra P. & John Peterson-DE GRUYTER MOUTON, JSALL(Journel of south Asian languages and linguistics)-published online may 4,2021

গ্রন্থপঞ্জি:

(১) ঘোষাল, ছন্দা, 'ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁয়ী রূপ', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪।

(২) চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার, চক্রবর্তী, নীলিমা, 'ভাষাবিজ্ঞান', দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬।

(৩) দাশ, ড. নির্মল, 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৪০৭।

(৪) দে, ড. বাণীরঞ্জন, 'ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা', বইমেলা, এস.এস.পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২২।

(৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা, 'আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব', প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫।

(৬) মজুমদার, পরেশচন্দ্র, 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা' (দ্বিতীয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০।

(৭) মাইতি, ড. প্রকাশ কুমার, 'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা', আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৪।

(৮) শ, ড. রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪।

(৯) শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, 'বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত', মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১১।

(১০) সরকার, পবিত্র, 'ভাষা দেশ কাল', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ কার্তিক, ১৪৩০।